ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯৬৫
আগরতলা, ৩০ মে , ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে ডিউটি বন্টনে চরম বৈষম্যের শিকার আয়ারা,'' এই শিরোনামে গত ২২ মে, ২০২৫ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এবং ''আইজিএম প্রসূতি ওয়ার্ডে বৈষম্যের শিকার আয়ারা,'' এই শিরোনামে গত ২৫ মে, ২০২৫ ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দু'টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে আই জি এম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এর নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যের এক তদন্তকারী দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, তদন্তকারী দল আই জি এম হাসপাতালের এম বি-২ ব্লক পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই অনুসারে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগে মোট ৫৬ জন আয়া রয়েছে। এরমধ্যে ৯ জন রোগীদের কোনও সহায়তার কাজ করেন না, বাকি ৪৭ জন আয়া বর্তমানে রোগীদের সহায়তা কাজে যুক্ত আছে। এছাড়াও উক্ত ব্লকে আরো ১২ জন জিএনএম (ট্রেইন্ড) নার্স রয়েছে।

এদিকে তদন্তকারী দলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গত ১৪ মে থেকে ২৬ মে ২০২৫ পর্যন্ত এম বি-২ ব্লকে ভর্তি থাকা মোট ৭৭ জন রোগীকে ৪৭ জন আয়া সহায়তা করেছে, আর বাকি ৩০ জন রোগীকে জিএনএম নার্সরা সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আয়া ও জিএনএম নার্স শতকরা হিসাবে কাজ করছে ৬২:৩৮। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে ৫০:৫০, যা সঠিক নয়।

তাছাড়া আই জি এম হাসপাতালের এম বি-২ ব্লকের নার্সিং অফিসার ইনচার্জের দেওয়া তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে কোনও আয়া ও জিএনএম নার্স একসঙ্গে একটি শিফটে কোন সময়ই একজন রোগী ছাড়া একের অধিক রোগীকে সহায়তা করতে পারবে না।

অন্যদিকে আই জি এম হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্টের তদন্তকারী দলকে দেওয়া স্টেটমেন্ট অনুসারে দেখা গেছে যে আয়া-দের নিয়োগ নার্সিং সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে হয় না। নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট শুধুমাত্র জিএনএম (ট্রেইন্ড)নার্সদের নিয়োগ করে থাকে। এদিকে জিএনএম(ট্রেইন্ড)নার্সদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এম বি-২ ব্লকের নার্সিং অফিসার ইনচার্জ। সুপারিনটেনডেন্টের আয়া-দের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনও ভূমিকা নেই। তাই আয়া ও জিএনএম নার্সদের কাজ বন্টন নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠে না। আই জি এম হাসপাতালের এম বি-২ ব্লকে কোন আয়া ও জিএনএম নার্সকে জেএসএসওয়াই প্রকল্পের অধীন কোন রোগীর কাজের অনুমতি দেয় না। তাই সংবাদে উল্লেক্ষিত তথ্য সঠিক নয়।

******